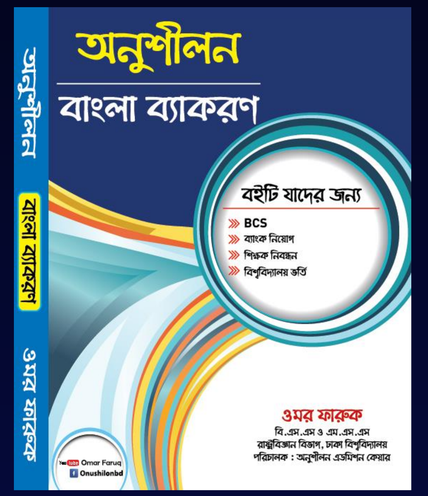


# Bangla 2nd Paper

## সমাস (তৎপুরুষ-বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব)

# তৎপুরুষ সমাস

# তৎপুরুষ সমাস

MPBIAN

**দ্বিতীয়া তৎপুরুষে কখনোই ৪র্থী বিভক্তি হবে না। তেমনিভাবে সম্প্রদান তৎপুরুষে কখনোই ২য়া বিভক্তি হবে না।

**দ্বিতীয়া তৎপুরুষে সাধারণত স্বল্পকাল বুঝায়।

অন্য দিকে ৪র্থী তৎপুরুষে দীর্ঘকাল বা স্থায়িত্ব বুঝায়।

| বিভক্তি | |
|---|---|
| ২য়া বিভক্তি | কে/রে (এছাড়াও স্বল্পকালে দেওয়া, পাওয়া, ব্যাপিয়া অর্থ হলে তা ২য়া তৎপুরুষ সমাস হয়) |
| ৩য়া বিভক্তি | দ্বারা/দিয়া/কর্তৃক (এছাড়াও হীন/শূন্য/লুপ্ত/পূর্ণ/সঙ্গত/ লব্ধ/আর্ত হলে সাধারণত তা ৩য়া তৎপুরুষ হয়) |
| ৪র্থী বিভক্তি | (দীর্ঘকালে) কে/রে/নিমিত্তে (ধর্ম/ভক্তি/দান/নিমিত্ত) |
| ৫মী বিভক্তি | হতে/থেকে/চেয়ে (বিরত/মুক্ত/চ্যুত/পালানো) |
| ৬ষ্ঠী বিভক্তি | র/এর |
| ৭মী বিভক্তি | এ/য়/তে (স্থান/কাল) |

MPBIAN

- **২য়া/ কর্মে তৎপুরুষ :** সমস্তপদে ২য়া বিভক্তি লোপ পেলে অথবা ব্যাপ্তি অর্থ থাকলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন- ছেলে ভুলানো (ছেলেকে ভুলানো), দুঃখপ্রাপ্ত (দুঃখকে প্রাপ্ত), রথদেখা (রথকে দেখা), ভারপ্রাপ্ত (ভারকে প্রাপ্ত), ভুঁইফোঁড় (ভুঁইকে ফোঁড়), চিরসুখী (চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী), ক্ষণজীবী (ক্ষণকাল ব্যাপিয়া জীবী), আঘাতপ্রাপ্ত (আঘাতকে প্রাপ্ত), দীর্ঘস্থায়ী (দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী) ইত্যাদি।

- **৩য়া/ করণে তৎপুরুষ :** সমস্তপদে ৩য়া বিভক্তি লোপ পেলে তা তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। অর্থাৎ সমস্তপদের প্রথম অংশের কারণে দ্বিতীয়াংশের কাজ হলে তাকে ৩য়া পুরুষ সমাস হয়। যেমন- অস্ত্রোপচার (অস্ত্র দ্বারা উপচার), ছায়া শীতল (ছায়া দ্বারা শীতল), ভিক্ষালব্ধ (ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ), জনাকীর্ণ (জন দ্বারা আকীর্ণ), যুক্তিসঙ্গত (যুক্তি দ্বারা সঙ্গত), জ্ঞানশূন্য (জ্ঞান দ্বারা শূন্য), তৃষ্ণার্ত (তৃষ্ণা দ্বারা আর্ত), হস্তচালিত (হস্ত দ্বারা চালিত), বাগদান (বাক দ্বারা দান), বিষমাখা (বিষ দিয়ে মাখা), শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (শীতাতপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত), মেঘলুপ্ত (মেঘ দ্বারা লুপ্ত), রাজদণ্ড (রাজা কর্তৃক দণ্ড), শল্য চিকিৎসা (শল্য দ্বারা চিকিৎসা), চপেটাঘাত (চপেট দ্বারা আঘাত) ইত্যাদি।

MPBIAN

- **৪র্থী/ সম্প্রদানে তৎপুরুষ :** সমস্তপদে ৪র্থী বিভক্তি লোপ পেলে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয়। সাধারণত ধর্মীয় বিষয়, ভক্তি, চিরতরে দান ও নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন- কন্যাদান (কন্যাকে দান), যজ্ঞাগার (যজ্ঞের জন্য আগার), গুরুভক্তি (গুরুকে ভক্তি), মুক্তিযুদ্ধ (মুক্তির জন্য যুদ্ধ), দেবদত্ত (দেবকে দত্ত), ছাড়পত্র (ছাড়ের জন্য পত্র)।

- **৫মী/ অপাদানে তৎপুরুষ :** সমস্তপদে ৫মী বিভক্তি লোপ পেলে পঞ্চমী/ অপাদানে তৎপুরুষ সমাস হয়। সাধারণত জাত, চ্যুত, বিরত, মুক্ত, পালানো ইত্যাদি হলেও ৫মী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন- তদ্ভব (তৎ থেকে ভব), সর্বোত্তম (সর্ব অপেক্ষা উত্তম), আদ্যোপান্ত (আদ্য থেকে উপান্ত), পদস্খলন (পদ থেকে স্খলন), প্রাণপ্রিয় (প্রাণের চেয়ে প্রিয়), মানবেতর (মানব থেকে ইতর), শাপমুক্ত (শাপ থেকে মুক্ত), জন্মান্ধ (জন্ম থেকে অন্ধ), দুগ্ধজাত (দুগ্ধ থেকে জাত), বহিরাগত (বহির থেকে আগত), আগাপাশতলা (আগা থেকে গোড়া) ইত্যাদি।

MPBIAN

❑ **৬ষ্ঠী তৎপুরুষ :** ব্যাসবাক্য থেকে ৬ষ্ঠী বিভক্তি লোপ পেলে ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। তবে এক্ষেত্রে সমস্ত পদের উভয় অংশে যৌক্তিক সম্পর্ক থাকবে ও নিমিত্তার্থ বুঝাবে না। যেমন- রাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রের পতি), পুষ্পসৌরভ (পুষ্পের সৌরভ), রাজহাঁস (হাঁসের রাজা), চাবাগান (চায়ের বাগান), দলনেতা (দলের নেতা), কবিগুরু (কবিদের গুরু), ব্রজসম (ব্রজের সম), বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্ববিদ্যার আলয়), রাজপথ (পথের রাজা), ভোররাত (রাতের শেষভাগ), কর্ণকুহর (কর্ণের কুহর) ইত্যাদি।
**৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে অনেক সময় পরপদ ব্যাসবাক্যে পূর্বে আসতে পারে। যেমন- অর্ধপথ (পথের অর্ধেক), মাঝরাত (রাতের মাঝ), পূর্বাহ্ণ (অহ্নের পূর্বভাগ), অপরাহ্ণ (অহ্নের অপরভাগ), রাজমিস্ত্রি (মিস্ত্রির রাজা), রাজনীতি (নীতির রাজা), মাঝদরিয়া (দরিয়ার মাঝ), আত্মশ্লাঘা (আত্মের শ্লাঘা) ইত্যাদি।
**বহুবচনবাচক বা সমষ্টিবাচক শব্দ পরপদে থাকলে তা ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন- পুষ্পরাজি (পুষ্পের রাজি), শিক্ষকগণ (শিক্ষকের গণ), পঙ্গপাল (পঙ্গের পাল), হস্তিযূথ (হস্তীর যূথ) ইত্যাদি।

❑ **৭মী/ অধিকরণে তৎপুরুষ :** ব্যাসবাক্য থেকে ৭মী বিভক্তি লোপ পেলে ৭মী তৎপুরুষ সমাস হয়। সাধারণত স্থান ও কালবাচক সমাসবদ্ধ পদগুলো ৭মী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন- মনোরোগ (মনে রোগ), বনোভোজন (বনে ভোজন), সলিল সমাধি (সলিলে সমাধি), রথারোহণ (রথে আরোহণ), রাতকানা (রাতে কানা), বাক্সবন্দি (বাক্সে বন্দি), ভূতপূর্ব (পূর্বে ভূত), বিশ্ববিখ্যাত (বিশ্বে বিখ্যাত), অশ্রুতপূর্ব (পূর্বে অশ্রুত), অদৃষ্টপূর্ব (পূর্বে অদৃষ্ট), রণবীর (রণে বীর), দিবাস্বপ্ন (দিবায় স্বপ্ন), সংখ্যালঘু (সংখ্যায় লঘু) ইত্যাদি।

MPBIAN

- **উপপদ তৎপুরুষ :** সাধারণত এক কথায় প্রকাশক কৃদন্ত পদগুলো উপপদ তৎপুরুষ সমাস হয়। এক্ষেত্রে ব্যাসবাক্যের শেষে যে/ যা/ যিনি হয়। যেমন- প্রিয়ংবদা (প্রিয় কথা বলে যে), জলজ (জলে জন্মে যা), পাচাটা (পা চাটে যে), জলচর (জলে চরে যা), পথিকৃৎ (পথ নির্মাণ করে যে), খেচর (খে/আকাশে চরে যে), সত্যবাদী (সত্য বলেন যিনি), বুদ্ধিজীবী (বুদ্ধি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে যে), ধামাধরা (ধামা ধরে যে) ইত্যাদি।

- **নঞ তৎপুরুষ :** ব্যাসবাক্যের পূর্বে না বাচক শব্দ (ন/ না/ নয়/ নেই) বসে যদি পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তবে তা নঞ তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন- অচেনা (নয় চেনা), অদক্ষ (নয় দক্ষ), অসত্য (নয় সত্য), অনেক (নয় এক), অনিষ্ট (নয় ইষ্ট), অনুচিত (নয় উচিত), অপর্যাপ্ত (নয় পর্যাপ্ত), অজানা (নয় জানা), নাতিদীর্ঘ (নয় অতি দীর্ঘ), অনশন (নয় অশন) ইত্যাদি।

# বহুব্রীহি সমাস

MPBIAN

# বহুব্রীহি সমাস

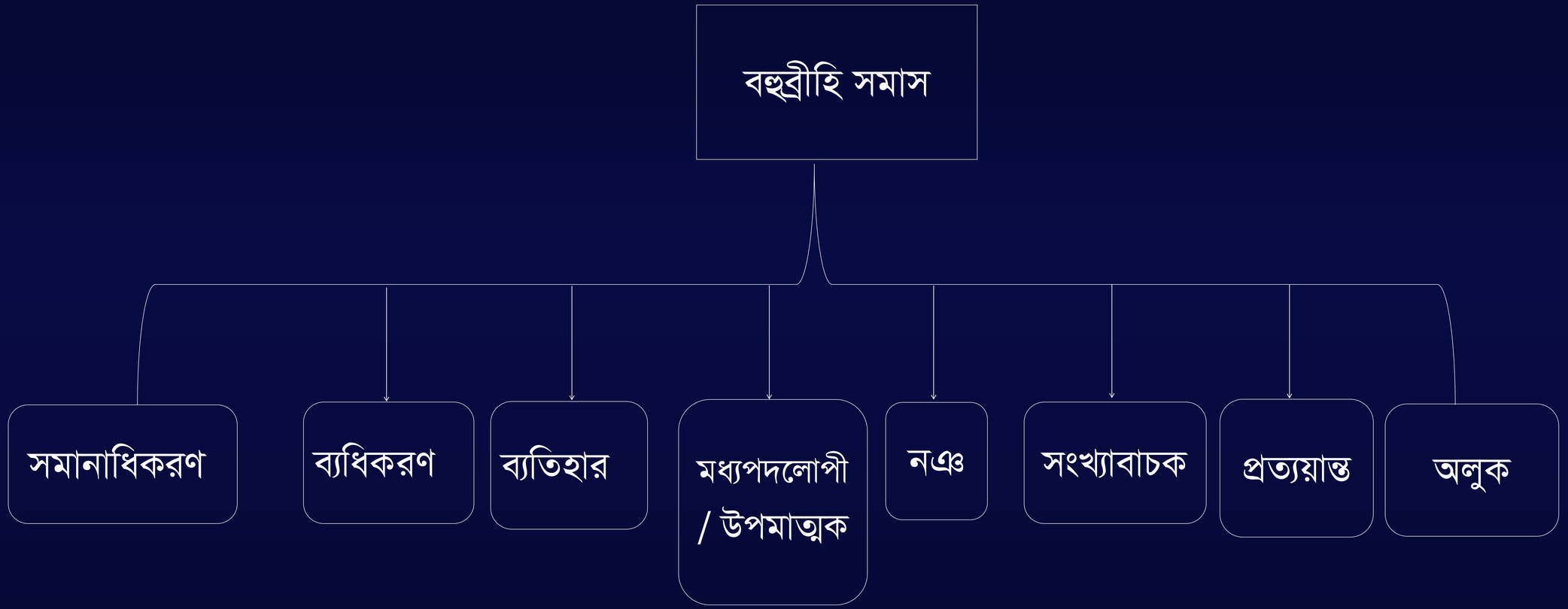

MPBIAN

## সাধারণত শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝালে তা বহুব্রীহি সমাস হয়।

- বিচিত্রকর্মা = বিচিত্র কর্ম যার
- বিপত্নীক = পত্নী গত হয়েছে যার
- যুবজানি = যুবতী জায়া যার
- জবরদস্তি = জবর দস্ত যার
- বীরকেশরী = বীরের ন্যায় কেশর যার
- পক্বকেশী = পক্ব কেশ যার
- এলোকেশী = এলো কেশ যার
- পদ্মগন্ধি = পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার
- নদীমাতৃক = নদী মাতা যার
- সূর্যমুখী = সূর্যের দিকে মুখ যার
- মকরমুখো = মকরের ন্যায় মুখ যার
- ঘোড়ামুখী = ঘোড়ার ন্যায় মুখ যার
- জয়ন্তী = জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠান
- শূর্পনখা = শূর্পের ন্যায় নখ যার
- সোনামুখী = সোনার ন্যায় মুখ যার
- চন্দ্রমুখী = চন্দ্রের ন্যায় মুখ যার
- দোমনা = দুই দিকে মন যার
- দশগজি = দশ গজ পরিমাণ যার
- বিশালাক্ষী = বিশাল অক্ষী যার
- রত্নগর্ভা = রত্ন জন্মেছে গর্ভে যার
- ঘরমুখো = ঘরের দিকে মুখ যার
- সস্ত্রীক = স্ত্রীর সহিত বর্তমান

MPBIAN

# সাধারণত পুরানে বর্ণিত দেবতাদের নামগুলোও বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত

- শূলপাণি = শূল পাণিতে যার (শিব)
- শ্রীনিবাস = শ্রীতে নিবাস যার (বিষ্ণু)
- চক্রপাণি = চক্র পাণিতে যার (শ্রীকৃষ্ণ)
- দণ্ডপাণি = দণ্ড পাণিতে যার (যম)
- বজ্রপাণি = বজ্র পাণিতে যার (ইন্দ্র)
- গজানন = গজের ন্যায় আনন যার (গণেশ)
- শূর্পনখা = শূর্পের ন্যায় নখ যার (রাবণের বোন)
- দশভুজা = দশ ভুজ আছে যার (দুর্গা)
- ত্রিনয়ন = তিন নয়ন আছে যার (শিব)
- পঞ্চানন = পঞ্চ আনন যার (শিব)
- দশানন = দশ আনন যার (রাবণ)
- দশরথী = দশ দিকে রথ চলে যার (রামের পিতা)
- বীণাপণি = বীণা পানিতে যার (সরস্বতী)
- নীলাম্বর = নীল অম্বর যার (বলরাম)
- গৌরাঙ্গ = গৌর অঙ্গ যার (শ্রী চৈতন্য)
- পীতাম্বর = পীত অম্বর যার (শ্রীকৃষ্ণ)
- নীলকণ্ঠ = নীল কণ্ঠ যার (শিব)
- পসুরি = পাঁচ সের পরিমাণ যার (বাটখারা)
- চতুর্দশপদী = চৌদ্দ পদ আছে যার (কবিতা)
- সপ্তবর্ণা = সপ্ত বর্ণ যার (রংধনু)
- দামোদর = দাম উদরে যার (শ্রীকৃষ্ণ)

MPBIAN

- যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো অর্থ বুঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন- বহুব্রীহি (বহু ধান আছে যার) শব্দটি দিয়ে স্বচ্ছল লোককে বুঝাচ্ছে।
- বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে সাধারণত যার/ অনুষ্ঠান/ দ্বিরুক্তি হয়।

| ব্যাসবাক্য | সমস্তপদ | উদাহরণ |
|---|---|---|
| সহ/ সহিত | স | সবান্ধব = বন্ধুসহ, সজল = জলসহ,<br>সকল্যাণ = কল্যাণসহ, সস্ত্রীক = স্ত্রীর সহিত,<br>সশস্ত্র = অস্ত্রের সহিত, সবিনয় = বিনয়ের সহিত |
| সমান | সহ | সহোদর = সমান উদর যার, সহকর্মী = সমান কর্মী যে |
| অক্ষি | অক্ষ | বিশালাক্ষি = বিশাল অক্ষ যার |
| নাভি | নাভ | উর্ণনাভ = উর্ণ নাভিতে যার, পদ্মনাভ = পদ্ম নাভিতে যার |
| জায়া | জানি | যুবজানি = যুবতি জায়া যার |
| কর্ম | কর্মা | বিচিত্রকর্মা = বিচিত্র কর্ম যার |
| মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী | ক | নদীমাতৃক, সস্ত্রীক, বিপত্নীক, সপুত্রক |

MPBIAN

- **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি (adjective+ noun = যার) :** বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে বিশেষণ ও পরপদে বিশেষ্য থাকলে তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি বলে। যেমন- মন্দভাগ্য (মন্দ ভাগ্য যার), হতশ্রী (শ্রী হারিয়েছে যার), উচ্চশির (উচ্চ শির যার), পোড়া কপাল (কপাল পুড়েছে যার), সুশ্রী (সুন্দর শ্রী যার), নীলকণ্ঠ (নীল কণ্ঠ যার/শিব) ইত্যাদি।

  **বিশেষ্য+ বিশেষণ যোগেও সমানাধিকরণ বহুব্রীহি হতে পারে। যেমন- কানকাটা (কান কেটেছে যার), মুখপোড়া (মুখ পুড়েছে যার), লেজঝোলা (লেজ ঝুলে আছে যার) ইত্যাদি।

- **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি (noun+ noun = যার) :** যে বহুব্রীহি সমাসে উভয়পদে বিশেষ্য থাকে, তাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন- আশীবিষ (আশীতে বিষ যার), উর্ণনাভ (উর্ণ নাভিতে যার), বীণাপাণি (বীণা পাণিতে যার), কথাসর্বস্ব (কথা সর্বস্ব যার), চক্রপাণি (চক্র পাণিতে যার), দামোদর (দাম উদরে যার) {দাম অর্থ দড়ি, উদর অর্থ পেট- এ শব্দ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝায়} ইত্যাদি।

- **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের মাঝের অর্থবোধক শব্দ বিলুপ্ত হয় তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। সাধারণত অনুষ্ঠান, উপমার ক্ষেত্রে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন- গায়েহলুদ (গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে), বিড়ালচোখী (বিড়ালের ন্যায় চোখ যার), মেনিমুখো (মেনির মতো মুখ যার), বৌভাত (বৌ ভাত পরিবেশন করে যে অনুষ্ঠানে), সূর্যমুখী (সূর্যের ন্যায় মুখ যার) ইত্যাদি।

MPBIAN

- **ব্যতিহার বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের দ্বিরুক্তি মাধ্যমে নতুন ক্রিয়া গঠন হয় তাকে ব্যতিহার সমাস বলে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে-

  **ক্রিয়াপদের দ্বিরুক্তি হলে ব্যাসবাক্যে 'ক্রিয়া/কাজ' শব্দটি হবে।

  **নামপদের দ্বিরুক্তির মাধ্যমে ক্রিয়া গঠিত হলে ব্যাসবাক্যে অর্থানুসারে উপযুক্ত শব্দ হবে। যেমন- হাতাহাতি (হাতে হাতে যে লড়াই), কানাকানি (কানে কানে যে কথা), গোলাগুলি (গুলিতে গুলিতে যে লড়াই), চোখাচোখি (চোখে চোখে যে কথা), গলাগলি (গলায় গলায় যে মিল) দেখাদেখি (দেখতে দেখতে যে কাজ), লেখালেখি (লিখতে লিখতে যে কাজ), নাচানাচি (নাচতে নাচতে যে কাজ) ইত্যাদি।

- **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে সংখ্যাবাচক শব্দ হয়ে অন্য কোন পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন- সেতার (তিন তার আছে যার), চৌচালা (চার চাল আছে যার), দোমনা (দুই দিকে মন যার), চৌবাচ্চা (চার বাচ্চা আছে যার), দশানন (দশ আনন যার), দ্বিচক্র (দুই চাকা আছে যার), চৌকাঠ (চারদিকে কাঠ যার) ইত্যাদি।

MPBIAN

- **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের শেষে প্রত্যয় (আ, এ, ও) থাকে তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস বলে। {অন্যান্য বহুব্রীহি সমাসের শেষেও প্রত্যয় থাকতে পারে} যেমন- একরোখা (একদিকে রোখ যার), ঘরমুখো (ঘরের দিকে মুখ যার), একগুঁয়ে (একদিকে গোঁ যার) ইত্যাদি।
- **অলুক বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি লোপ পায় না তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন- মাথায় পাগড়ি = মাথায় পাগড়ি যার (বর), হাতে বেড়ি = হাতে বেড়ি যার (আসামি), কানে কলম = কানে কলম যার (মিস্ত্রি), গলায় গামছা = গলায় গামছা যার (শ্রমিক), হাতে ছড়ি = হাতে ছড়ি যার (অন্ধ), কানে খাটো = কান খাটো যার (বধির), কাঁখে কলসি (গ্রাম্য নারী) ইত্যাদি।
- **নঞ বহুব্রীহি :** ব্যাসবাক্যের পূর্বে না বাচক শব্দ বসে যদি তৃতীয় পদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তবে তা নঞ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন- বেয়াদব (আদব নেই যার), বিশ্রী (শ্রী নেই যার), অনুসূয়া (নেই অসূয়া যার), আনাড়ি (নাড়ি জ্ঞান নেই যার) ইত্যাদি।

# অব্যয়ীভাব সমাস

MPBIAN

# অব্যয়ীভাব সমাস

- উপসর্গযোগে গঠিত সমাসবদ্ধ শব্দে যদি উপসর্গের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে অব্যয়ীভাব সমাস গঠিত হয়। অব্যয়ীভাব সমাসে ব্যবহৃত অধিক উপসর্গ/ অব্যয়গুলো হচ্ছে-

যথা/উৎ = অতিক্রম না করে
অনু = পশ্চাৎ/ সদৃশ
উপ = সদৃশ/ সমীপে/ ক্ষুদ্র
নিম = ঈষৎ
ফি বছর = বছর বছর

হা/দুঃ = অভাব
প্রতি = সদৃশ/ বিরোধ
আ = পর্যন্ত/ ঈষৎ/অভাব
গর = অভাব
যাবজ্জীবন = জীবন পর্যন্ত

MPBIAN

# অব্যয়ীভাব সমাস

| অব্যয়/উপসর্গ | অর্থ | উদাহরণ |
|---|---|---|
| আ, হা, দুর, নির, গর | অভাব | আলুনি (নুনের অভাব), নিরামিষ, গরমিল, দুর্ভিক্ষ, হাভাত |
| প্রতি | বিরোধ | প্রতিকূল, প্রতিবাদ |
| উপ, প্রতি, অনু | সদৃশ | প্রতিমূর্তি, উপমন্ত্রী, অনুবাদ |
| উপ | ক্ষুদ্র | উপনদী, উপশহর, উপগ্রহ |
| প্রতি, হর, ফি, অনু | বীপ্সা | প্রতিদিন, হররোজ, অনুক্ষণে, ফি-বছর |
| উপ | সমীপে | উপকূল, উপনগরী |
| | সদৃশ | উপাচার্য |
| আ | পর্যন্ত | আপাদমস্তক, আজানুলম্বিত, আকণ্ঠ |
| নিম, আ | ঈষৎ | আনত, আরক্তিম, নিমরাজি, নিমখাজনা |
| যথা, উৎ, অতি | অতিক্রান্ত | যথারীতি, যথাসম্মান, উচ্ছৃঙ্খল, অতিমানব |
| অনু | পশ্চাৎ | অনুগমন, অনুধাবন |
| | যোগ্যতা | অনুসন্তান, অনুদান |

MPBIAN

# নিত্য সমাস

❑ **নিত্য সমাস :** যে সমাসের সমস্ত পদই ব্যাসবাক্যের কাজ করে এবং আলাদা করে ব্যাসবাক্য তৈরি করতে হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। যেমন-

| | | |
|---|---|---|
| গ্রামান্তর = অন্য গ্রাম | যুগান্তর = অন্য যুগ | কালান্তর = অন্য কাল |
| মন্বন্তর = অন্য মনু | কেবলদর্শন = দর্শনমাত্র | মার্তণ্ডপ্রায় = প্রায় মার্তণ্ড |
| কালসাপ = কালতুল্য সাপ | বিরানব্বই = দুই ও নব্বই | লোকান্তর = অন্য লোক |

# প্রাদি সমাস

❑ **প্রাদি সমাস :** প্রাদি সমাস মূলত অব্যয়ীভাব সমাসের বৈচিত্র। গঠনগতভাবে অব্যয়ীভাব সমাসের ন্যায় প্রাদি সমাস গঠিত হয়। সাধারণত প্র, প্রতি, পরি, অনু অব্যয়ের পর কৃদন্ত পদ মিলে প্রাদি সমাস হয়। যেমন- প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন, পরিস্ফুট, অনুতাপ, প্রতিহিংসা ইত্যাদি।

# পরীক্ষায় আসার মতো শব্দগুলো

MPBIAN

| সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম | সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| তেপান্তর | তিন প্রান্তের সমাহার | দ্বিগু | দম্পতি | জায়া ও পতি | দ্বন্দ্ব |
| নবপৃথিবী | নব যে পৃথিবী | কর্মধারয় | পুষ্পসৌরভ | পুষ্পের সৌরভ | ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ |
| বেওয়ারিশ | ওয়ারিশ নেই যার | নঞ বহুব্রীহি | যৌবনসূর্য | যৌবন রূপ সূর্য | রূপক কর্মধারয় |
| দেশ পলাতক | দেশ থেকে পলাতক | ৫মী তৎপুরুষ | বজ্রকঠোর | বজ্রের ন্যায় কঠোর | উপমান কর্মধারয় |
| ভবনদী | ভব রূপ নদী | রূপক কর্মধারয় | যথাসাধ্য | সাধ্যকে অতিক্রম না করে | অব্যয়ীভাব |
| মোহনিদ্রা | মোহ রূপ নিদ্রা | রূপক কর্মধারয় | মহাজন | মহান যে জন | কর্মধারয় |
| ধর্মঘট | ধর্ম রক্ষার্থে ঘট | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় | মুখচন্দ্র | চন্দ্রের ন্যায় মুখ | উপমিত কর্মধারয় |
| বিদ্যাসাগর | বিদ্যা রূপ সাগর | রূপক কর্মধারয় | নদীমাতৃক | নদী মাতা যার | বহুব্রীহি |
| মুক্তিযুদ্ধ | মুক্তির নিমিত্তে যুদ্ধ | ৪র্থী তৎপুরুষ | সহৃদয় | হৃদয়ের সহিত বর্তমান | বহুব্রীহি |
| মনগড়া | মন দিয়ে গড়া | ৩য়া তৎপুরুষ | যুগান্তর | অন্য যুগ | নিত্য |

MPBIAN

| সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম | সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| গায়ে হলুদ | গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে | বহুব্রীহি | হাতেখড়ি | হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে | বহুব্রীহি |
| মনোরোগ | মনে রোগ | ৭মী তৎপুরুষ | বিস্ময়াপন্ন | বিস্ময়কে আপন্ন | ২য়া তৎপুরুষ |
| ফুলকুমারী | কুমারী ফুলের ন্যায় | উপমিত কর্মধারয় | অহোরাত্র | অহঃ ও রাত্রি | দ্বন্দ্ব |
| বিশ্ববিদ্যালয় | বিশ্ববিদ্যার আলয় | ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ | সহোদর | সমান উদর যার | বহুব্রীহি |
| বাগদত্তা | বাক দ্বারা দত্তা | ৩য়া তৎপুরুষ | অমর | মরণ নেই যার | নঞ বহুব্রীহি |
| অপরাহ্ণ | অহ্নের অপরভাগ | ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ | নরাধম | অধম যে নর | কর্মধারয় |
| লোকান্তর | অন্য লোক | নিত্য | উপশহর | শহরের সদৃশ | অব্যয়ীভাব |
| মৌমাছি | মৌ আশ্রিত মাছি | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় | উপকূল | কূলের সমীপে | অব্যয়ীভাব |
| হাতাহাতি | হাতে হাতে যে লড়াই | ব্যতিহার বহুব্রীহি | কুশীলব | কুশ ও লব | দ্বন্দ্ব |

MPBIAN

| সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম | সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| পঙ্কজ | পঙ্কে জন্মে যা | উপপদ তৎপুরুষ | অনাশ্রিত | নয় আশ্রিত | নঞ তৎপুরুষ |
| কচুকাটা | কচুর ন্যায় কাটা | উপমান কর্মধারয় | জনাকীর্ণ | জন দ্বারা আকীর্ণ | ৩য়া তৎপুরুষ |
| শ্রমলব্ধ | শ্রম দ্বারা লব্ধ | ৩য়া তৎপুরুষ | যুদ্ধযাত্রা | যুদ্ধের নিমিত্তে যাত্রা | ৪র্থী তৎপুরুষ |
| শাপমুক্ত | শাপ থেকে মুক্ত | ৫মী তৎপুরুষ | হিতাহিত | হিত ও অহিত | দ্বন্দ্ব |
| বনোভোজন | বনে ভোজন | ৭মী তৎপুরুষ | উর্ণনাভ | উর্ণ নাভিতে যার | বহুব্রীহি |
| কেবল দর্শন | দর্শনমাত্র | নিত্য | দুর্ভিক্ষ | ভিক্ষার অভাব | অব্যয়ীভাব |
| দশানন | দশ আনন যার | বহুব্রীহি | নীলকণ্ঠ | নীল কণ্ঠ যার | বহুব্রীহি |
| বকধার্মিক | বকের ন্যায় ধার্মিক | উপমান কর্মধারয় | কালস্রোত | কাল রূপ স্রোত | রূপক কর্মধারয় |
| দণ্ডপানি | দণ্ড পানিতে যার | বহুব্রীহি | নবরত্ন | নয় রত্নের সমাহার | দ্বিগু |

MPBIAN

| সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম | সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| গুরুভক্তি | গুরুকে ভক্তি | ৪র্থী তৎপুরুষ | আশীবিষ | আশীতে বিষ যার | বহুব্রীহি |
| আকাশ নীল | আকাশের ন্যায় নীল | উপমান কর্মধারয় | বীণাপাণি | বীণা পাণিতে যার | বহুব্রীহি |
| বিপত্নীক | পত্নী গত হয়েছে যার | বহুব্রীহি | সৈন্য-সামন্ত | সৈন্য ও সামন্ত | দ্বন্দ্ব |
| তপোবন | তপের নিমিত্তে বন | ৪র্থী তৎপুরুষ | বেতার | তার নেই যার | নঞ বহুব্রীহি |
| প্রাণপাখি | প্রাণ রূপ পাখি | রূপক কর্মধারয় | রাজর্ষি | রাজা অথচ ঋষি | কর্মধারয় |
| মকরমুখো | মকরের ন্যায় মুখ যার | বহুব্রীহি | মতান্তর | অন্য মত | নিত্য |
| ইন্দ্রজিৎ | ইন্দ্রকে জয় করেছে যে | উপপদ তৎপুরুষ | ক্ষণজীবী | ক্ষণকাল ব্যাপিয়া জীবী | ২য়া তৎপুরুষ |
| গজানন | গজের ন্যায় আনন যার | বহুব্রীহি | রাঙামাটি | রঙিন যে মাটি | কর্মধারয় |
| পসুরি | পাঁচ সের ওজন যার | বহুব্রীহি | আহত | ঈষৎ হত | অব্যয়ীভাব |
| অগ্রদূত | অগ্রে দূত | ৭মী তৎপুরুষ | সলিল সমাধি | সলিলে সমাধি | ৭মী তৎপুরুষ |

MPBIAN

| সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম | সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| রাজদণ্ড | রাজা কর্তৃক দণ্ড | ৩য়া তৎপুরুষ | দেবদত্ত | দেবতাকে দত্ত | ৪র্থী তৎপুরুষ |
| পলান্ন | পল মিশ্রিত অন্ন | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় | সপ্তর্ষি | সপ্ত ঋষির সমাহার | দ্বিগু |
| চিরসুখী | চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী | ২য়া তৎপুরুষ | যথাবিধি | বিধিকে অতিক্রম না করে | অব্যয়ীভাব |
| আরক্তিম | ঈষৎ রক্তিম | অব্যয়ীভাব | রাজপুত্র | রাজার পুত্র | ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ |
| কবিগুরু | কবিদের গুরু | ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ | চতুর্দশপদী | চৌদ্দ পদ আছে যার | বহুব্রীহি |
| আয়কর | আয়ের উপর কর | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় | গৃহস্থ | গৃহে স্থিত যিনি | উপপদ তৎপুরুষ |
| চরণকমল | চরণ কমলের ন্যায় | উপমিত কর্মধারয় | পকেটমার | পকেট মারে যে | উপপদ তৎপুরুষ |
| অনাহূত | নয় আহূত | নঞ তৎপুরুষ | বিমনা | বিচলিত মন যার | বহুব্রীহি |
| গুণমুগ্ধ | গুণ দ্বারা মুগ্ধ | ৩য়া তৎপুরুষ | প্রাণপাখি | প্রাণ রূপ পাখি | রূপক কর্মধারয় |

MPBIAN

| সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম | সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| উত্তরোত্তর | উত্তর থেকে উত্তর | ৫মী তৎপুরুষ | গ্রন্থকার | গ্রন্থ রচনা করেন যিনি | উপপদ তৎপুরুষ |
| বীরকেশরী | বীরের ন্যায় কেশর যার | বহুব্রীহি | প্রভাকর | প্রভা করে যা | উপপদ তৎপুরুষ |
| সত্যভ্রষ্ট | সত্য থেকে ভ্রষ্ট | ৫মী তৎপুরুষ | ত্রিফলা | তিন ফলের সমাহার | দ্বিগু |
| তেপায়া | তিন পা আছে যার | বহুব্রীহি | যথেষ্ট | ইষ্টকে অতিক্রম না করে | অব্যয়ীভাব |
| বিশালাক্ষী | বিশাল অক্ষি যার | বহুব্রীহি | অতীন্দ্রিয় | ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম না করে | অব্যয়ীভাব |
| চোখাচোখি | চোখে চোখে যে কথা | ব্যতিহার বহুব্রীহি | ফুলকপি | কপি ফুলের ন্যায় | উপমিত কর্মধারয় |
| তুষারধবল | তুষারের ন্যায় ধবল | উপমান কর্মধারয় | আলুনি | নুনের অভাব | অব্যয়ীভাব |
| বিলাতফেরত | বিলাত থেকে ফেরত | ৫মী তৎপুরুষ | শতায়ু | শত আয়ু যার | বহুব্রীহি |
| পল্লিকবি | পল্লির কবি | ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ | অনতিবৃহৎ | নয় অতি বৃহৎ | নঞ তৎপুরুষ |

MPBIAN

| সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম | সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| অস্ত্রোপচার | অস্ত্র দ্বারা উপচার | ৩য়া তৎপুরুষ | রাজধানী | রাজার ধানী | ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ |
| আমূল | মূল পর্যন্ত | অব্যয়ীভাব | মেঘলুপ্ত | মেঘ দ্বারা লুপ্ত | ৩য়া তৎপুরুষ |
| প্রত্যক্ষ | অক্ষির সম্মুখ | অব্যয়ীভাব | জীবনপ্রদীপ | জীবন রূপ প্রদীপ | রূপক কর্মধারয় |
| জ্যোৎস্নারাত | জ্যোৎস্না শোভিত রাত | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় | গৃহকত্রী | গৃহের কত্রী | ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ |
| প্রাণপ্রিয় | প্রাণের চেয়ে প্রিয় | ৫মী তৎপুরুষ | মিঠেকড়া | যা মিঠা তাই কড়া | কর্মধরায় |
| উপকণ্ঠ | কণ্ঠের সমীপে | অব্যয়ীভাব | শশব্যস্ত | শশের ন্যায় ব্যস্ত | উপমান কর্মধারয় |
| জয়পতাকা | জয় সূচক পতাকা | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় | খড়মপা | খড়মের মতো পা যার | বহুব্রীহি |
| পদদলিত | পদ দ্বারা দলিত | ৩য়া তৎপুরুষ | তেভাগা | তিন ভাগ যার | বহুব্রীহি |
| দেহলতা | দেহ লতার ন্যায় | উপমিত কর্মধারয় | সর্বশ্রেষ্ঠ | সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ | ৫মী তৎপুরুষ |

MPBIAN

| সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম | সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| মধুকর | মধু সংগ্রহ করে যে | উপপদ তৎপুরুষ | দ্রুতগামী | দ্রুত গমন করে যে | উপপদ তৎপুরুষ |
| পানাপুকুর | পানা আচ্ছাদিত পুকুর | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় | অকাল বার্ধক্য | অকালে বার্ধক্য | ৭মী তৎপুরুষ |
| সুশীল | সু (সুন্দর) শীল যার | বহুব্রীহি | ভরণপোষণ | ভরণ ও পোষণ | দ্বন্দ্ব |
| সেতার | তিন তার যার | বহুব্রীহি | বেহায়া | হায়া নেই যার | নঞ বহুব্রীহি |
| মনবিহঙ্গ | মন রূপ বিহঙ্গ | রূপক কর্মধারয় | গিন্নিমা | যিনি গিন্নী তিনি মা | কর্মধারয় |
| তিমিরবিদারি | তিমির বিদীর্ণ করে যা | উপপদ তৎপুরুষ | কর্মকর্তা | কর্মের নিমিত্তে কর্তা | ৪র্থী তৎপুরুষ |
| দুধভাত | দুধ মিশ্রিত ভাত | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় | সদর্প | দর্পের সহিত বর্তমান | বহুব্রীহি |
| নিমতিতা | নিমের ন্যায় তিতা | উপমান কর্মধারয় | নিমরাজি | ঈষৎ রাজি | অব্যয়ীভাব |
| ছেলে মেয়ে | ছেলে ও মেয়ে | দ্বন্দ্ব | রাজায় রাজায় | রাজায় ও রাজায় | অলুক দ্বন্দ্ব |

MPBIAN

| সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম | সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| জীবনবীমা | জীবন রক্ষার্থে বীমা | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় | চপেটাঘাত | চপেট দ্বারা আঘাত | ৩য়া তৎপুরুষ |
| যুবজানি | যুবতী জায়া যার | বহুব্রীহি | কালসাপ | কাল তুল্য সাপ | নিত্য |
| অতিথি | তিথি নেই যার | নঞ বহুব্রীহি | ওষ্ঠাধর | ওষ্ঠ ও অধর | দ্বন্দ্ব |
| পঞ্চানন | পঞ্চ আনন যার | বহুব্রীহি | প্রগতি | প্র যে গতি | প্রাদি |
| শতাব্দী | শত অব্দের সমাহার | দ্বিগু | রক্তকমল | রক্ত কমলের ন্যায় | উপমিত কর্মধারয় |
| হস্তলিখিত | হস্ত দ্বারা লিখিত | ৩য়া তৎপুরুষ | তিমিরকুন্তলা | তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার | বহুব্রীহি |
| সিংহাসন | সিংহ চিহ্নিত আসন | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় | বউদি | যিনি বউ তিনি দিদি | কর্মধারয় |
| উদ্বেল | বেলাকে অতিক্রান্ত | অব্যয়ীভাব | রক্তারক্তি | রক্তে রক্তে যে লড়াই | ব্যতিহার বহুব্রীহি |
| কুম্ভকার | কুম্ভ করে যে | উপপদ তৎপুরুষ | সতীর্থ | সমান তীর্থ যার | বহুব্রীহি |

MPBIAN

| সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম | সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| গলাগলি | গলায় গলায় যে ভাব | ব্যতিহার বহুব্রীহি | সুহৃদয় | সুন্দর হৃদয় যার | বহুব্রীহি |
| তন্মাত্র | কেবল মাত্র | নিত্য সমাস | জয়ন্তী | জন্মের জন্য উৎসব | বহুব্রীহি |
| ত্রিলোক | তিন লোকের সমাহার | দ্বিগু | ঘনশ্যাম | ঘনের ন্যায় শ্যাম | উপমান কর্মধারয় |
| পাষাণস্তূপ | পাষাণের স্তূপ | ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ | গণ্যমান্য | যিনি গণ্য তিনি মান্য | কর্মধারয় |
| বিরানব্বই | দুই ও নব্বই | নিত্য সমাস | প্রতিবিপ্লব | বিপ্লবের প্রতিরূপ | অব্যয়ীভাব |
| হতাহত | হত ও আহত | দ্বন্দ্ব | অগ্নিবীণা | অগ্নি রূপ বীণা | রূপক কর্মধারয় |

MPBIAN

| সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম | সমাসবদ্ধ শব্দ | ব্যাসবাক্য | সমাসের নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| উদ্বাস্তু | বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে যে | বহুব্রীহি | বর্ণচোরা | বর্ণ চুরি করে যে | উপপদ তৎপুরুষ |
| একাদশ | এক অধিক দশ | মধ্যপদলোপী কর্মধারায় | মায়েঝিয়ে | মায়ে ও ঝিয়ে | অলুক দ্বন্দ্ব |
| প্রভাষক | প্রকৃষ্ট ভাষণ দেন যিনি | উপপদ তৎপুরুষ | লোকভয় | লোক থেকে ভয় | ৫মী তৎপুরুষ |
| প্রবাদ | প্র (প্রকৃষ্ট) যে বাদ | প্রাদি সমাস | রক্তনদী | রক্ত রূপ নদী | রূপক কর্মধারয় |
| প্রশান্তি | প্র (প্রকৃষ্ট) যে শান্তি | প্রাদি সমাস | হরতাল | তালের অভাব | অব্যয়ীভাব |

MPBIAN

# Thank You